গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নভেম্বর ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০১৯
সময় : সকাল ১১:০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অনিষ্পন্ন বিষয়: (ক) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ১৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থাদির আলোকে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, যেসকল সিদ্ধান্তের বিপরীতে মন্ত্রণালয়ের করণীয় কিছু নেই কিংবা ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে সেসকল সিদ্ধান্তের ওপর সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যে সকল আইন/বিধি সংশোধন/পরিমার্জন/হালনাগাদ/বাংলায় ভাষান্তর করা প্রয়োজন সেগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি)-কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।	(ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (খ) যে সকল আইন/বিধি সংশোধন/পরিমার্জন/ হালনাগাদ/বাংলায় ভাষান্তর করা প্রয়োজন সেগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি)-কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে; এবং (গ) যে সকল সিদ্ধান্তের বিপরীতে মন্ত্রণালয়ের করণীয় কিছু নেই কিংবা ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে সেসকল সিদ্ধান্তের ওপর সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td>(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫টি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের ২২টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে।

সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, The Railways Act,1890 (Act.No.IX of 1890) হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন যে Railway Act, 1890-এর ভাষান্তর/সংশোধনের কাজটি দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে। মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এ লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি আলোচনার নিমিত্ত আরও বিস্তারিত তথ্যসহ তালিকাটি প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে;
(খ) Railway Act, 1890-এর ভাষান্তর/ সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া প্রস্তুত করার লক্ষ্যে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং
৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.২</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় অক্টোবর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>সভা</th><th>প্রমাপ</th><th>অর্জন (সংখ্যা</th><th>শতকরা হার</th><th>আলোচিত</th><th>সুপারিশকৃত</th><th>নিষ্পত্তি</th></tr>
<tr><td rowspan="2">জিএম (পূর্ব)</td><td>দ্বি-পক্ষীয়</td><td>মাসে ৮টি</td><td>০৯</td><td>১১২.৫%</td><td>১০২</td><td>৩৩</td><td>২২</td></tr>
<tr><td>ত্রি-পক্ষীয়</td><td>২ মাসে ১টি</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">জিএম (পশ্চিম)</td><td>দ্বি-পক্ষীয়</td><td>মাসে ৮টি</td><td>১১</td><td>১৩৭.৫%</td><td>৪২</td><td>১৮</td><td>৮৩</td></tr>
<tr><td>ত্রি-পক্ষীয়</td><td>২ মাসে ১টি</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
তিনি আরও জানান যে, রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ৫৮০টি সাধারণ, ৫৩টি অগ্রিম এবং ১১০টি খসড়াসহ মোট ৭৪৩টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে, কিন্তু কোন আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি; জিএম (পূর্ব) কার্যালয়ে ৮৪৪২টি সাধারণ, ৭৮৬টি অগ্রিম এবং ৫৬৩টি খসড়াসহ মোট ৯৭৮১টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে। আলোচ্যমাসে মোট ৪৯টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে; জিএম (পশ্চিম) কার্যালয়ে ৭৬৯৯টি সাধারণ, ৭০১টি অগ্রিম এবং ৩৯২টি খসড়াসহ মোট ৮৭৯২টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে। আলোচ্যমাসে মোট ৮৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। মাস শেষে সর্বমোট ১৯৩২৬টি আপত্তি পেন্ডিং রয়েছে। এছাড়া, ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির ৪১তম, ৪৫তম, ৫৪তম ও ৭১তম বৈঠকে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহিত ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে, ৪১টি অডিট আপত্তি বিআর-এর নিকট পেন্ডিং রয়েছে এবং ১৩টি আপত্তির জন্য রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় আরও বলেন যে, জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'র অনিষ্পন্ন ৫৪টি আপত্তি নিয়ে শীঘ্রই সভা আহবান হতে পারে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া, সমাপ্ত প্রকল্পের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির কোন তথ্য পাওয়া যায় না মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
সভাপতি বলেন যে, প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে (পূর্ব/পশ্চিম) অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির আসন্ন সভা সম্পর্কে প্রস্তুত থাকাসহ জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিস্তারিত ও হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে একটি সভা আহবানের নির্দেশনা দেন। এছাড়া, গত তিনটি অর্থবছরে (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা, অডিট আপত্তির সংখ্যা ও প্রকল্পের কাগজপত্র কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রমাপ অনুযায়ী দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো নিয়ে আলাদা একটি সভা আয়োজন করতে হবে;
(গ) গত তিনটি অর্থবছরে (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা, অডিট আপত্তির সংখ্যা ও প্রকল্পের কাগজপত্র সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং
(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন</td><td>সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে অক্টোবর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ে মোট ৭৭৯টি নোট উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে উপস্থাপিত নথির সংখ্যা ১৮৩টি। ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে উপস্থাপিত নথি সংখ্যা ৫৯৬টি। অর্থাৎ মোট কার্যক্রমের ২৩.৪৯% ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-নথি সিস্টেমে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অফিসের অর্গানোগ্রাম অন্তর্ভূক্তি করার জন্য এটুআই (A2i)-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের অফিসসমূহের অনুরূপ অর্গানোগ্রাম প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া, মধ্যম ক্যাটাগরির ৪৩টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে অক্টোবর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অবস্থান ২৪তম যা সেপ্টেম্বের ২০১৯ মাসে ছিল ২৬তম।
সভাপতি ই-নথির কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০% নথি এবং ৬০% ডাক ই-নথিতে নিষ্পত্তি করার জন্যও নির্দেশনা দেন।</td><td>রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-নথি চালু করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০% নথি এবং ৬০% ডাক ই-নথিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>অক্টো: ১৯ মাসের জের</th><th>অক্টো: ১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>অক্টো: ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>৩২৯</td><td>১৯</td><td>৩৪৮</td><td>২২</td><td>৩২৬</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৮৭টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৫</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪৫টি মামলা।</td></tr>
</table>
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের বেশির ভাগই দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এ চলমান মামলা থেকে উদ্ভুত।
সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নতুন মামলা দায়েরের চেয়ে নিষ্পত্তির সংখ্যা বেশি হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। যেহেতু বাংলাদেশ রেলওয়ে মামলাগুলোর নথি উপস্থাপনকারী, তাই মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়েকে আরও উদ্যোগি হতে হবে। তিনি দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং
(খ) দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td><td>পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, দ্রুততার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে ১৩টি ক্যাটাগরিতে ১০৩২টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি জারি, আবেদনপত্র গ্রহণ, যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে কোন প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়নি। এছাড়া, রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ২৩টি ক্যাটাগরিতে ৯৯৮টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল পদের কিছু পদে বিজ্ঞপ্তি জারি, মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন, লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং মামলার কারণে কিছু পদে নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। সভায় চিকিৎসা বিভাগ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী-এর শূন্য পদের বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। তিনি অক্টোবর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>শ্রেণী</th><th>মঞ্জুরি</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th><th>প্রবেশ পদে শূন্য পদ সংখ্যা</th><th>সরাসরি নিয়োগ যোগ্য শূন্য পদ</th><th>পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৭</td><td>১৫৬</td><td>৮৬</td><td>৬২</td><td>২৪</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮১০</td><td>৭৭৭</td><td>৪৮৫</td><td>৩০১</td><td>১৮৪</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৩১১</td><td>৯৩৩৩</td><td>২৮০৫</td><td>১১৪৫</td><td>১৬৬০</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১২২০৬</td><td>৪২৭৫</td><td>৩৪১১</td><td>৩৩৫০</td><td>৬১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৫৭৩৪</td><td>১৪৫৪১</td><td>৬৭৮৭</td><td>৪৮৫৮</td><td>১৬২৯</td></tr>
</table></td><td>(ক) রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের পেন্ডিং নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) নিয়োগের জন্য গৃহিত কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা (ছাড়পত্র গ্রহণ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ, আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদন পত্র বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যু, লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রস্তুত) উল্লেখ করে সারসংক্ষেপ নতুন একটি ছকে এ মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে;
(গ) বাংলাদেশ রেলওয়েসহ</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪।চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		সভাপতি রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের পেন্ডিং নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন। তিনি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গৃহিত কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা (ছাড়পত্র গ্রহণ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ, আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদন পত্র বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যু, লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রস্তুত) উল্লেখ করে সারসংক্ষেপ নতুন একটি ছকে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়েসহ রেলওয়ে হাসপাতাল, স্কুল এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর শূন্য পদের বিবরণও ছক আকারে মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত ছাড়করণের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)-কে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, আয়োজিত/অর্জিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (জনঘন্টা)-কে মোট জনবলের বিপরীতে শতকরা হারে উল্লেখ করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপনের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।	রেলওয়ের হাসপাতাল, স্কুল এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর শূন্য পদের বিবরণও ছক আকারে মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (ঘ) আরএনবি'র সিপাহীর শূন্য পদে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসার সদস্য নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে; (ঙ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত ছাড় করতে হবে;এবং (চ) আয়োজিত/অর্জিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (জনঘন্টা)-কে মোট জনবলের বিপরীতে শতকরা হারে উল্লেখ করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৩.৬	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি)	**(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা শহরের স্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ জংশনে সপ্তাহে অন্তত: একদিন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের (ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া) জেলা প্রশাসকগণ-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভাপতি কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ ছক মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; এবং (খ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ (ছক মোতাবেক) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।

মন্ত্রণালয়/সংস্থা	মাসের নাম	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
রেলপথ মন্ত্রণালয়	অক্টোবর ২০১৯	৭টি	১৭৪টি	২৮,৬৭০/-	কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি।
বাংলাদেশ রেলওয়ে	অক্টোবর ২০১৯	-	৩৩টি	৫,৫৩০/-	

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে, ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর প্রতিবেদন দাখিল করার বিষয়টি APA ও NIS-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরে ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৭১২টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৩৩৩টি কোচে ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়া, সুপারভাইজারগণের মাধ্যমে ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা ছাড়াও রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হচ্ছে। যুগ্মমহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, টিটিই ব্যতিত ট্রেনে দায়িত্বরত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। সভাপতি বলেন যে, রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রেলওয়ের আবাসিক এলাকা, ওয়ার্কশপ এবং স্টেশনসমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করার তিনি নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (খ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রেলওয়ের আবাসিক এলাকা, ওয়ার্কশপ এবং স্টেশনসমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে; (গ) রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং (ঘ) ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে;	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৬। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(গ) **সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ** অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। গত বছরের সাথে চলতি বছরের দুই মাসের সময়নিুবর্তিতার হারের তুলনামুলক চিত্র নিম্নরূপঃ মাস/বছর | ২০১৯ | ২০১৮ অক্টোবর | ৮২% | ৮৭% সেপ্টেম্বর | ৮২% | ৮৫% তিনি আরও বলেন যে, স্টেশন মাস্টারের অভাবে স্টেশন বন্ধ, ট্র্যাক লাইনে এবং রেল ক্রসিং-এ স্পীড কমে যাওয়ায় ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমে গিয়েছে; এ লক্ষ্যে নতুন টাইম-টেবিল প্রস্তুত করা হয়েছে, যা জানুয়ারি ২০২০ হতে চালু হলে সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি পাবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় অনেক যাত্রী ট্রেনের অবস্থান/বিলম্ব সম্পর্কে জানার জন্য মোবাইল ফোন থেকে ১৬৩১৮ নম্বরে SMS করে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য SMS ফি তুলনামূলক অনেক বেশী নেয়া হয় মর্মে অভিযোগ করেন। সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার জন্য রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ উন্নত করার জন্য ডিপিপি প্রণয়নের নির্দেশনা দেন। তিনি	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে; (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন পর্যালোচনার জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে সভা করতে হবে; (গ) বিলম্বে ট্রেন ছাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে এবং এলইডি প্যানেল/ বড় স্ক্রীনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং (ঘ) ট্রেনের অবস্থান/বিলম্ব সম্পর্কে জানার জন্য মোবাইল ফোন থেকে	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		মোবাইল ফোন থেকে SMS ফি তুলনামূলক বেশি নেয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করার নিমিত্ত বিটিআরসি'র সাথে যোগাযোগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, কোন কারণে ট্রেন বিলম্বে ছাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে এবং এলইডি প্যানেল/বড় ক্রীনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন পর্যালোচনার নিমিত্ত সভা করার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে অনুরোধ জানান।	১৬৩১৮ নম্বরে SMS করে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য SMS ফি তুলনামূলক অনেক বেশী নেয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য বিটিআরসি'র সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
		(ঘ) পরিদর্শন: উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে দু'টি চেকলিস্ট প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি APA ও NIS-এ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি উক্ত চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন যে, রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ট্রেনের টিকেট পাওয়া যায় না মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ট্রেনের সিট খালি থাকে বলেও অনেকে অভিযোগ করে থাকে। তাই স্টেশন/ট্রেন পরিদর্শনকালে ট্রেনের অবিক্রিত টিকেট (যদি থাকে) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ORM-এর কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের জিএম এবং ডিআরএমসহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ধর্মী সভাসমূহের কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক (জারিকৃত চেকলিস্ট মোতাবেক) প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে; (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (গ) স্টেশন/ট্রেন পরিদর্শনকালে ট্রেনের অবিক্রিত টিকেট (যদি থাকে) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে; (ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ORM-এর কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; এবং (ঙ) জিএম এবং ডিআরএমসহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ধর্মী সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৭	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ বলেন যে, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণরোধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত অক্টোবর ২০১৯ মাসে পরিচালিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ (অংকসমূহ হাজার টাকায়) মাস | মোবাইল কোর্ট | পুলিশ অভিযান | যাত্রী গ্রেফতার | কারাদন্ড | বিচারাধীন | জরিমানা আরোপ | জরিমানার পরিমাণ | উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য অক্টো: ১৯ | ৪টি | ২০৮৫টি | ৫৫৩৮ জন | ৬ জন | ২২০ জন | ৫৩০১ জন | ১১২১ | ৪২৬৩ সেপ্টে: ১৯ | ৮টি | ২৩০৩টি | ৮০৭১ জন | ৪জন | ৮৯৩ জন | ৭১৭৪ জন | ১৬২৯ | ৬৯৮৫ চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি বলেন যে ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান	(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করতে হবে; (খ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত সিচব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>পরিচালনা করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে ২৯২টি অভিযান পরিচালনা করে ছাদে, বাফারে ও ইঞ্জিনে অবৈধ ১৩০৬জন যাত্রী আটক করে ১০৫৭ জনের নিকট হতে ১,২৮,৮২২/- টাকা ভাড়া ও জরিমানা আদায় করা হয়েছে, ১৬৭জনের নিকট হতে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং ৬২জনকে রেলওয়ে থানায় সোপার্দ করা হয়েছে; ২০জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এছাড়া, পাথর নিক্ষেপকারীদের ধৃত করার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে আরএনবি, রেলওয়ে পুলিশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, থানার ওসি, সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ০২টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৪৫০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়। ঢাকা বিভাগে বিভিন্ন সেকশনে ১৭টি অভিযান এবং ১৭টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ১২০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়।
উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়ে মতামত/প্রস্তাব প্রেরণের জন্য গত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হলেও কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।
সভা অবহিত হয় যে, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে ট্রেন গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ছাড়ার পূর্বে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর ট্রেনে দায়িত্বপালনরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি একত্রিত হয়ে কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা/প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) বলেন যে, ট্রেনের গার্ড (পরিচালক)-এর নেতৃত্বে কমপক্ষ্যে ৫ মিনিটের একটি ব্রিফিং সভা হতে পারে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, পূর্বে স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল। উক্ত কমিটি পুনগর্ঠনকরত: কার্যকর করা যেতে পারে।
সভাপতি বলেন যে, টিকেট চেকিং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। যাত্রীরা যাতে বিনা টিকিটে রেল স্টেশনে ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ এবং স্টেশনে ফেন্সিং করতে হবে। তিনি অদ্যাবধি কোন কোন স্টেশনে ফেন্সিং করা হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি দেশের গুরুত্বর্পণ স্টেশনসমূহে 'স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি'র রুপরেখা ও কর্মপরিধি সম্বলিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচলাক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে পুনরায় অনুরোধ করেন।</td><td>(গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ এবং অদ্যাবধি কোন কোন স্টেশনে ফেন্সিং করা হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(ঘ) রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে দেশের গুরুত্বর্পণ স্টেশনসমূহে 'স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠনের রুপরেখা ও কর্মপরিধি সম্বলিত প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(চ) নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে ট্রেন গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ছাড়ার পূর্বে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর ট্রেনে দায়িত্বপালনরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি একত্রিত হয়ে একটি ব্রিফিং সভার আয়োজন করতে হবে।</td><td>পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় বাড়ানোর জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি ২০১৯-২০ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসের রাজস্ব আয় ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ চিত্র উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে অর্জন</th><th>শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td rowspan="6">২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।</td><td>৭৬৬৬</td><td>৭২৭২</td><td>-</td><td>৯৪%</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৭৫০০</td><td>৮৫০৩</td><td>-</td><td>১১৩%</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০৪১</td><td>২৪১৯</td><td>-</td><td>১১৯%</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৭৯১</td><td>১০৭৪</td><td>-</td><td>৬০%</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১১৩৩২</td><td>১১৯৯৬</td><td>-</td><td>১০৬%</td></tr>
</table>
সভা অবহিত হয় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ''জিওএইচ'' সিডিউল প্রোগ্রামে ৩টি লোকোমোটিভ (২৬০৪, ২৬১০, ২৯৩৩) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত ৩০.০৬.২০১৯ ও ১৫.১০.২০১৯ তারিখে ''জিওএইচ'' সিডিউল প্রোগ্রামে ২টি লোকোমেটিভ (২৬১৫ ও ২৯০৮) মেরামত সম্পন্ন</td><td>(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) নষ্ট লোকোমোটিভগুলো দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(গ) রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে;এবং
(ঘ) রেলওয়ের আদায়কৃত রাজস্ব কত দিনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>হয়েছে। এছাড়া, ৪টি লোকোমোটিভ (নং-২৭১০, ২৭১৬, ২৭১৭, ২৭০৭) ২৭০০ সিরিজের ২১টি মিটার গেজ নবরূপায়ন প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হবে। উক্ত প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে; দ্রুত কার্যক্রম শুরু হবে।
সভাপতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিবিধ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জনসহ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি নষ্ট লোকোমোটিভগুলো দ্রুত মেরামত ও রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্রাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন নির্দেশনা দেন। তিনি রেলওয়ের আদায়কৃত রাজস্ব কত দিনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দেয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে কত দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণসহ reconcile করা হয় তার তথ্যাদি আগামী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে কত দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণসহ reconcile করার তথ্য আগামী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ</td><td>সভা অবহিত হয় যে অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদ্বয়কে অঞ্চলভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে অবৈধ রেলভূমি উদ্ধারের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>অক্টো:/১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)</th><th>অক্টো:/১৯ মাসে উদ্ধার (একর)</th><th>অক্টো:/১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৪৭৫.৭০৬৬</td><td>২৭.৭৬৩৮</td><td>৪৪৭.৯৪২৮</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৬৯০.২০৪৯</td><td>১১.৭৯</td><td>২৬৭৮.৫১৪৯</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩১৬৬.০১১৫</td><td>৩৮.৭৭১৭</td><td>৩১২৬.৪৫৬৭</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সভা অবহিত হয় যে, রেলওয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের নামে বরাদ্দকৃত রেলওয়ের বাসায় থাকেন না। তাঁরা বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছে বাসা ভাড়া দিয়ে নিজেরা অন্যত্র/বেসরকারি বাসায় বসবাস করেন।
সভাপতি বলেন যে, সরকারি বাসার অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এর তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া, প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুকূলে সরকারি বাসা বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি বাসা মেরামত বাবদ কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসাসমূহ ভাড়া দিয়ে কত টাকা ভাড়া আদায় করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা দেন। সভাপতি বাসা বরাদ্দ প্রদান ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি গঠনের জন্য পরামর্শ দেন।

সভা অবহিত হয় যে, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে নিয়োগকৃত তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে পাওয়া গেছে এবং উক্ত দোকানটি ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে ইজারা দেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ২০০৬ সালের নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে ভূমি লাইসেন্স/ইজারা দেয়া হয়। ২০০৬ সালের পূর্বে ভূমি ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে ভূমির বরাদ্দাদেশ বাতিল/উচ্ছেদ করা যেত। ২০০৬ সালের নীতিমালায় উক্ত অনুচ্ছেদ না থাকায় ক্ষতিপূরণ নেয়ার পর বরাদ্দাদেশ বাতিল/উচ্ছেদ করা হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের রশিদ নিয়ে দখলকারী ব্যক্তিরা আদালতে মামলা করে থাকেন। সভাপতি বলেন যে, ২০০৬ সালের নীতিমালায় ক্ষতিপূরণ আদায়/উচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট অংশটি সংশোধনের</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয়সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে;
(খ) অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনা ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) সরকারি বাসার অবৈধদখলদারদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এর তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে;
(ঘ) গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি বাসা মেরামত বাবদ কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসাসমূহ থেকে ভাড়া বাবদ কত টাকা ভাড়া আদায় হয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(ঙ) রেলওয়ের বাসা রবাদ্দ প্রদান ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে;
(চ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে;
(ছ) ২০০৬ সালের</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি/প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। উপসচিব (আইন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার পূর্ব/বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা, ঢাকা।
৭। আইন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকানসমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন। তিনি ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে ২০১৮ সালে নতুন করে ১টি দোকান ইজারা দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যাখা চাওয়ার জন্যও নির্দেশনা দেন।	নীতিমালায় ক্ষতিপূরণ আদায়/উচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট অংশটি সংশোধনের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে; (জ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত দোকান-সমূহের ইজারা নবায়ন বন্ধ করতে হবে; এবং (ঝ) ২০১৮ সালে ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে নতুন ১টি দোকান ইজারা দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যাখা চাইতে হবে।	
৩.১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা	সভায় অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়: (অংকসমূহ হাজার টাকায়)	(ক) যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে; (খ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১১	টিকেট কালো বাজারী রোধ	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অপরাধমুলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা হচ্ছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে অন-লাইনে টিকেট বিক্রির কোটা বৃদ্ধি করে ৫০% করা হয়েছে। স্টেশনে কর্মরত সকল শ্রেণীর ট্রাফিক কর্মচারীদের টিকেট কালোবাজারী সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিসিএম ও সিওপিএসদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধকল্পে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের চাকুরী ০৩ বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) প্রদর্শনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ বলেন যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে; অক্টোবর ২০১৯ মাসে টিকেট কালোবাজারীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৫জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। সভায় টিকেটের কালোবাজারীরোধ এবং একজনের টিকেটে অন্যযাত্রীর ভ্রমণ বন্ধে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি (ড্রাইভিং লাইসেন্স/জন্মনিবন্ধন কার্ড/এনআইডি কার্ড/দাপ্তরিক পরিচয় পত্র ইত্যাদি) কার্ডের কপি আন্ত:নগর ট্রেনে ভ্রমণকালে সঙ্গে নেয়ার বিধান করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে	(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে; (গ) ট্রেনে টিকেট চেকিং কালে NID নম্বর ব্যবহার করে টিকেট ক্রয়কারি যাত্রীর সঠিকতা নিরুপণ করতে হবে; এবং (ঘ) ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারি আন্ত:নগর ট্রেন সোনার বাংলা ও সুবর্ণ এক্সপ্রেস এবং চাপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা-চাপাইনবাবগঞ্জ রুটের আন্ত:নগর বনলতা	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫।বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা

অঞ্চল	অক্টোবর ১৯ মাসে জের		অক্টোবর ১৯ মাসে দায়ের		অক্টোবর ১৯ মাসে নিষ্পত্তি		অক্টোবর ১৯ মাস শেষে	
	মামলা	দাবীকৃত টাকার পরিমাণ	মামলা	টাকার পরিমাণ	মামলা	দাবীকৃত টাকার পরিমাণ	মামলা	টাকার পরিমাণ
পূর্ব	১৩১	৫৩৬০	-	৮৭	-	-	১৩১	৫,৮২,৯৩
পশ্চিম	৬৯	৪১৭৮	-	৩০	-	-	৫৯	৪,১১,৪৮
মোট	১৭৬	৯৫৫৯	-	১১৭	-	-	১৭৬	৯,৯৪,৪২

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>চলাচলকারি আন্ত:নগর ট্রেন সোনার বাংলা ও সুবর্ণ এক্সপ্রেস এবং চাপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা-চাপাইনবাবগঞ্জ রুটের আন্ত:নগর বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনে ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি পরীক্ষামূলকভাবে বহন/প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার বিধান চালুর জন্য নির্দেশনা দেন।

সভাপতি টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার নির্দেশনা দেন।</td><td>এক্সপ্রেস ট্রেনে ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি (ড্রাইভিং লাইসেন্স/ জন্মনিবন্ধন কার্ড/ এনআইডি কার্ড/ পাসপোর্ট/দাপ্তরিক পরিচয় পত্র ইত্যাদি) পরীক্ষামূলকভাবে বহন/প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার বিধান চালু করতে হবে।</td><td>(সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>সভায় অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th>(চিকিৎসক) মঞ্জুরকৃত/ কর্মরত</th><th>(নার্স) মঞ্জুরকৃত / কর্মরত</th><th>ভর্তি কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভরশীল</th><th>বহি:বিভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>-/২২</td><td>-/৩৪</td><td>২৩২</td><td>১৬৭</td><td>৪৮২৫</td><td>৪২৬৭</td><td>মঞ্জুরিকৃত পদ উল্লেখ নেই।</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৪/১৬</td><td>৩০/১৩</td><td>৭২</td><td>৫২</td><td>৬৬৪০</td><td>৬৭৪৬</td><td>শূন্য পদে দ্রুত নবনিয়োগ প্রয়োজন।</td></tr>
</table>
সভায় অবহিত হয় যে, ড. খালেদ হোসেন, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৪) ও আহবায়ক, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য গঠিত কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তরের বিষয়ে ২০১৫ সালে একটি কমিটি করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে হাসপাতালের সর্বশেষ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বলা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, নন-ক্যাডার ডাক্তার-এর পদ শূন্য রয়েছে কিনা তা জানানো জন্য সম্প্রতি সরকারি কর্ম কমিশন হতে একটি পত্র পাওয়া গিয়েছে। চাহিত তথ্যাদি জরুরিভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত অভিযানের তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;
(খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদা একটি ছকে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন দিতে হবে;
(ঘ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে; এবং
(ঙ) নন-ক্যাডার ডাক্তার-এর শূন্য পদের তালিকা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১৩</td><td>মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ১৪টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৭.১০.২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচির সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

সভাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল নির্দেশনা দেন।</td><td>জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১৪।	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কক্ষ পুনর্বিন্যাস	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে গত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০.১১.২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যে সকল কক্ষ পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন তা নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে উক্ত সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৭০৩, ৭১৩ ও ৭১৬ নম্বর কক্ষের বিপরীতে ৮ম তলার ৮০৬, ৮০৯ ও ৮১১ নম্বর কক্ষ পারস্পরিক বিনিময় করার বিষয় নিমিত্ত বিস্তারিত আলোচনান্তে সুপারিশ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অফিস কক্ষসমূহের পারস্পরিক বিনিময় কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করতে হবে।	দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অফিস কক্ষসমূহের পারস্পরিক বিনিময় কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়নও পরিকল্পনা) রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১৫	বাংলাদেশ রেলওয়েতে iBAS++ বাস্তবায়ন	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে Integrated Budget And Accounting System (iBAS++) পূনাঙ্গভাবে চালু হয়নি। তিনি রেলওয়ের সকল দপ্তরে iBAS++ পদ্ধতির বাস্তবায়নের জন্য অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয়সভার উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি iBAS++ পদ্ধতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয়সভার উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা করেন।	বাংলাদেশ রেলওয়ে-তে iBAS++ পদ্ধতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয়সভার উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষন) রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৫.১৮- ৬৮২

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
১০। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। উপসচিব (সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

(মীর আলমগীর হোসেন)
উপসচিব